নথি আদেশের জন্য নেওয় হলো।

দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য এই, নালিশী আর এস ১১০০ নং খতিয়ানের ৫৬৬২ দাগের ৬৪ শতক বাড়ি ভিটির মলিক ছিল ছমি উদ্দিন গং। আর এস মালিক খাদিম আলী ১৪/১২/১৯২৮ ইং তারিখে নালিশী দাগে ৮ শতক ভুমি স্ত্রী পুত্র ছানোয়ারা ও আতর মিয়া কে দানমূলে হস্তান্তর করেন। উক্ত ছানোয়ারা খাতুন দানসূত্রে প্রাপ্ত ৪ শতক ভুমি ১২/০৭/৬৯ ইং তারিখে দুই কবলামুলে ১ নং বাদী ও তৎ ভ্রাতা শাহ আলম বরাবর হস্তান্তর করেন। অপর আর এস রেকর্ডী আবদুর রশিদ হতে ২১/০৩/৪২ ইং তারিখের পাট্টামুলে ৭.১০ শতক ভুমি আতর আলী ছানোয়ারা খাতুন গং বন্দোবস্তি পান। সেই সূত্রে আতর আলী ১.৪২ শতক এবং ছানোয়ারা খাতুন ১.৪২ শতক পায়। আতর আলী মরনে পুত্র মাহবুবুল আলম ও শাহ আলম ও কন্যা ছায়েরা খাতুন ওয়ারীশ হয়। ছায়েরা খাতুন তার অংশ ভাইদের বরাবর ত্যাগ করেন। এভাবে মাহবুবু আলম ও শাহ আলম পৈত্রিক ও খরিদ সূত্রে ৮ শতক এবং ছায়েরা খাতুনের ১ শতক মিলে ৯ শতকে স্বত্ববান ও দখলকার থাকে। শাহ আলম মরনে ২-৫ নং বাদীগণ ওয়ারীশ থাকে। বাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে বসতগৃহ নির্মানে ভোগদখলে নিয়ত আছেন। বিগত ১৪/০৪/২০২৩ ইং তারিখে স্বত্ব দখলহীন বিবাদীরা বাদীগণকে নালিশী ভুমি থেকে বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করায় বাদীগণ বাধ্য হয়ে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন।

দরখাস্তকারীপক্ষের বক্তব্য অস্বীকারপূর্বক ১-৩ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন। উক্ত লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য এই যে, নালিশী আর এস ৫৬৬২ দাগের ৬৪ সম্পত্তির মালিক ছিল ছমি উদ্দিন গং। আর এস রেকর্ডী দুলা মিয়া নালিশী দাগে তার অংশীয় ৭.১১ শতক ভুমি ০১/০৬/১৯৩৮ ইং তারিখে ১৮৫৩ নং কবলামুলে ঠান্ডা মিয়ার নিকট বিক্রয় করেন। আর এস রেকডী আবদুর রশিদের ওয়ারীশগণ ২৯/০৪/১৯৬৫ ইং তারিখে দুই কবলায় ৭ শতক ভুমি ঠান্ডা মিয়ার পুত্র সামছুদ্দিন বরাবর বিক্রয় করেন। আর এস রেকর্ডী ছমি উদ্দিনের ওয়ারীশগনের নিকট থেকে ১৩/০৬/৭৮ ইং তারিখে কবলামুলে শাহজাহান বেগম বরাবর হস্তান্তর করেন। নালিশী ভুমি নিয়ে সীমানা নিয়ে বিরোধ শাহজাহান বেগম বিভাগ ৩৬/৯১ মামলা করেন যেখানে বাদীগণ ৪৭/৪৮ নং বিবাদী ছিলেন। উক্ত মোকদ্দমায় বিবাদীগণ কে ছাহাম প্রদান করা

হলে বিবাদীগণ উক্ত জায়গাতে ভোগদখলে থাকেন। আর এস রেকর্ডী মকবুল আলী নিজ স্বত্ব ও ভ্রাতা খাদেম আলী হতে ফুতু সূত্রে ১৩.০৬ শতক প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মরনে ১ পুত্র ঠান্ডা মিয়া ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। ঠান্ডা মিয়ার ওয়ারীশগণ ২৬/০৬/২০০২ ইং সনে ১৬৬৩ নং কবলামুলে তাদের স্বত্ব ২ নং বিবাদী বরাবর হস্তান্তর করেন। শাহজাহান বেগম তৎ স্বত্ব ২৩/০৯/২০০৪ ইং তারিখে ২০৯৮ নং কবলামুলে এবং ২ নং বিবাদী তৎ স্বত্ব ১৭/০৪/২০০৫ ইং তারিখে ৭২৯ নং কবলামুলে ৩ নং বিবাদী নুরুল আলম বরাবর হস্তান্তর করেন। ১-৩ নং বিবাদীগণ নালিশী ভুমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় বাদীগণ তাদের বেদখলের চেষ্টা করলে বিবাদীগণ ফৌ কা বি ১৪৫ ধারায় মিস ৪৩৭/২২ মামলা আনয়ন করেন। উক্ত মামলায় বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রসিডিং ড্র করা হয়। উক্ত মামলায় সুবিধা করতে না পেরে বাদীগণ অত্র মিথ্যা মামলা আনয়ন করেছেন। নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল নেই। বাদীপক্ষ মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকুলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ১১০০ খতিয়ানের আর এস ৫৬৬২ দাগ সামিল বি এস ১১২৯ নং খতিয়ানের ৬৭১৮ দাগের ৬৪ শতক আন্দরে ৯ শতক ভুমি বাবদ বিবাদীদের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেছেন। বাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় নালিশী দাগে বাদীপক্ষ ৬৪ শতকের মধ্যে ৯ শতক ভুমিতে স্বত্ববান হবার দাবি করলেও বিবাদীপক্ষ উক্ত দাগের ভুমিতে খরিদসূত্রে স্বতবান ও দখলকার হবার দাবি করেছেন। বিভাগ ৩৬/৯১ মামলার রায় আদেশ হতে দেখা যায় বিবাদীদের পূর্ববর্তী বায়া শাহজাহান বেগম নালিশী দাগে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বিবাদীপক্ষ হতে দাখিলীয় কবলা ২৬/০৬/২০০২ ইং তারিখের ১৬৬৩ নং কবলা ও ২৩/০৯/২০০৪ ইং তারিখের কবলা হতে দেখা যায়, ২ নং বিবাদী ফিরোজা বেগম ঠান্ডা মিয়ার ওয়ারীশ ও শাহজাহান বেগম হতে নালিশী দাগে উক্ত দুই কবলামূলে ৯.৫ শতক এবং ১৭/০৪/২০০৫ ইং তারিখের কবলা হতে দেখা যায় ৩ নং বিবাদী নুরুল আলম নালিশী দাগে ৯ শতক ভুমি শাহজাহান বেগম হতে খরিদ করেছেন। প্রতীয়মান হয় যে বিবাদীপক্ষ নালিশী দাগে সহ-অংশীদার হন। বিবাদীপক্ষ হতে

দাখিলীয় মিস ৪৩৭/২০২২ নং মামলার প্রতিবেদন সিসি কপি পর্যালোচনায় নালিশী দাগে বিবাদীদের দখল থাকার সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। নালিশী দাগে বাদী ৯ শতক ভূমিতে তাদের স্বত্ব দাবি করলেও দাবিকৃত চৌহদ্দিকৃত ভূমিতে বাদীপক্ষের প্রকৃতপক্ষে দখলে রয়েছে কিনা উহা চূড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে নিরুপিত হবার অবকাশ আছে। অন্তবর্তীকালীন দরখাস্ত নিষ্পত্তি পর্যায়ে দখল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন হবে না বিবেচনা করি। যেহেতু নালিশী দাগে বিবাদীপক্ষ সহ-শরীকদার হন এবং উক্ত দাগে সম্পত্তিতে বিবাদীপক্ষের স্বত্ব ও দখল থাকা সমর্থনে প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে তৎকারনে বাদীপক্ষের আপাত Prima facie কেস নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকূলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ১৮/০৪/২০২৩ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম